গোপনীয়তার অধিকার

৩১. গোপনীয়তার অধিকার (Right to privacy):-

ভারতীয় সংবিধান ২১ নং ধারায় একান্ত গোপনীয়তা বোঝায়, যা একটি জীবনের অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য। গোপনীয়তা অর্থাৎ 'privacy' শব্দটির ওপর জোর দিলে, দেখা যায়, এটি একটি প্রগতিশীল ধারনা, যাকে বিশদে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

২১ নং ধারার প্রসার ভারতীয় সংবিধানে বহুমাত্রিক। খেলাজদারী আইন, প্রকৃতির আইন এমনকি সম্পত্তির আইন ও গোপনীয়তার আইনকে চিহ্নিত করে। গোপনীয়তা এমন বিষয় যা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করে এবং যা রক্ষা করা প্রয়োজন ছিল বিখ্যাত মামলার রায় বেরোবার আগে। যা হল - কে এস পুট্টাস্বামী বনাম ভারত সরকার মামলা, ২০১৭। যেহেতু তার আগে ভারতীয় সংবিধানে গোপনীয়তাকে মৌলিক অধিকার মনে করা হত না। তবে বর্তমানে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা গোপনীয়তা সম্পর্কে একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক এক্তিয়ার রচনা করেছে এবং তার পরবর্তী পর্যায় হল গোপনীয়তার অধিকার, যাকে বর্তমানে মৌলিক অধিকার বলে মনে করা হয়, যা ২১ ধারায় নিহিত।

গোপনীয়তার ওপর অসংখ্য মামলা আছে, কিন্তু তার মধ্যে কোনোটিই গোপনীয়তার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করার পক্ষে ছিল না, যতদিন না কে এস পুট্টস্বামী বনাম ভারত সরকার, ২০১৭ মামলায় রায় দেওয়ার পর গোপনীয়তার অধিকার পরিচিতি পায়। গোপনীয়তার অধিকার শুধুমাত্র জাতীয় স্তরেই স্বীকৃতি হয় না, বরং আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন সম্মেলনের মধ্য দিয়েও স্বীকৃত হয়।

গোপনীয়তার অধিকার, একটি প্রগতিশীল ধারনা হিসাবে বিভিন্ন আইনের বিভিন্ন ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতকেও তুলে ধরে। গোপনীয়তার বিষয়টি একটি মৌলিক অধিকার যা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত এবং ১৯৬০ থেকে সাবারন আইন উৎস হিসাবেই আলোকিত হয়েছে। গোপনীয়তাকে যে মৌলিক অধিকার হিসাবে মানা হয় না, তা প্রথম ১৯৫৪ সালে সুপ্রীম কোর্টের ৮ জন বিচারকের একটি বেঞ্চ এম পি শর্মা বনাম সতীশ ~~চন্দ্র~~ চন্দ্র মামলা-য় উল্লেখ করে।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের চাহিদা আবার ফিরে আসে দশ বছর পর, সুপ্রীম কোর্ট ৬ সদস্যের বিচারকের একটি বেঞ্চের সামনে খরক সিং বনাম উত্তর প্রদেশ সরকার মামলায়, যদিও তা আবার খারিজ হয়। সুপ্রীম কোর্ট জানায় যে, কোনো মৌলিক গোপনীয়তার অধিকার নেই। কিন্তু সেই বাধা গুলিকে বাতিল করে, অঙ্গুলি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (Personal Liberty) - অমান্য করলে ব্যবহৃত হত।

দীর্ঘ এগারো বছর পর, সুপ্রীম কোর্টের তিন সদস্যের বিচারকদের একটি বেঞ্চ গোবিন্দ বনাম মধ্যপ্রদেশ সরকার মামলা-য় আবারও একই তথ্যগত মৌলিক সমস্যার মুখোমুখি হলে ২১ ধারা-র অন্তর্গত গোপনীয়তার মৌলিক অধিকারের অস্তিত্ব স্বীকার করে। ২০১৭ সাম্প্রতিকতম রায় বেরোবার পর, এটি স্পষ্ট হয় যে,

গোপনীয়তার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার এবং তার অস্তিত্ব গোল্ডেন ট্রিনিটি – অর্থাৎ ১৪ ধারায় (সমতার অধিকার), ১৯ ধারা (স্বাধীনতার অধিকার), এবং ২১ ধারা (জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার) – এর মধ্যে হারিয়ে যাবে না।